আলো হাতে আঁধারের যাত্রী

অভিজিৎ রায়

পর্ব ৭

মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর ঃ অন্তিম রহস্যের সন্ধানে

বছর তিনেক আগের কথা। বাংলাদেশের ই-ফোরামে[১] এক শিক্ষিত ধার্মিক ভদ্রলোকের সাথে দর্শনের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আমাকে তার জীবনের একটি অলৌকিক ঘটনার কথা গল্পচ্ছলে শুনিয়েছিলেন, হয়ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বোঝাতে। গল্পটির সারমর্ম হলো ঃ তিনি নাকি একদিন বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাসার বাইরে এসেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়লেন; কিছুটা হতাশ হয়েই দেখলেন প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সামনের রাস্তাঘাট পুরোপুরি জলমগ্ন। এমন অবস্থায় তিনি কীভাবে বন্ধুর বাসায় যেতে পারেন- এ নিয়ে ভাবছেন, তখনই হঠাৎ তার বাড়ির সামনের প্রকাণ্ড একটি গাছ ভেঙে পড়ল। আর গাছটি ভাসতে ভাসতে আশপাশের দালানের এখানে ওখানে ধাক্কা লেগে চোখের সামনে একটি সুন্দর নৌকায় পরিণত হয়ে গেল- ঠিক যে ধরনের দাঁড় বাওয়া নৌকা গ্রামবাংলায় দেখা যায়। সেই নৌকা করেই তিনি নাকি তার বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন অক্লেশে। গল্পের এ পর্যন্ত বলে তিনি নিজেই গম্ভীর গলায় উপসংহার টানলেন- 'মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয়ই আমার এই নৌকা বানানোর গল্প একদম বিশ্বাস করছেন না। তা না করারই কথা। চোখের সামনে তো একটা গাছ নিজে নিজেই নৌকা হয়ে যেতে পারে না, তাই না?' তারপরই তিনি আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন তার মিলিয়ন ডলার প্রশ্নটি ঃ

"তাহলে মি. অভিজিৎ রায়, আমায় বলুন তো যেখানে একটি সাধারণ নৌকাই কারো ইচ্ছে ছাড়া নিজে থেকে তৈরি হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কীভাবে আমাদের দেহের মতো জটিল সিসটেম হুট করে কোনও কারণ ছাড়াই তৈরি হয়ে যেতে পারে? কিংবা, কীভাবে এই জটিল মহাবিশ্ব কারো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই এমনি এমনি তৈরি হয়ে যেতে পারে?"

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। যেখানে একটি নৌকা নিজে থেকে তৈরি হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কীভাবে এই জটিল মহাবিশ্বকে 'স্বয়ম্ভু' বলে আমরা ভেবে নিতে পারি? কীভাবে ধারণা করতে পারি এই যে সুশৃঙ্খল বিশ্ব, প্রাণী-জগৎ, প্রকৃতি, গ্রহ-তারা এত সবকিছু নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কোনও পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়া? সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছে এ নয়নাভিরাম বিশ্ব? সাধারণ মানুষের মন সত্যই সায় দিতে চাইবে না এ ধরনের আপাত 'অবাস্তব' অনুকল্পে। তাই আমাদের এই বিশ্বজগতের পেছনে সত্যিকারের 'পরম-পিতা' জাতীয় কেউ আছেন- এই স্বজ্ঞাত ধারণা তাড়িত করেছে, ভাবিত করেছে যুগে যুগে দার্শনিকদের। ৩৯০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিস তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন ঃ[১]

প্রাণময় সৃষ্টির মধ্যে এমন পূর্বকল্পিত চিহ্নের অস্তিত্ব সত্ত্বেও আপনি কেমন করে সন্দেহ পোষণ করেন যে এরা পছন্দকৃত বা নকশাকৃত কার্যের ফসল?

প্লেটোও ভেবেছেন যে, এই মহাবিশ্ব দেখে বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নকশাকার (Designer) রয়েছেন। তবে সবচাইতে সুন্দরভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন উইলিয়াম পিলে নামে জনৈক ধর্মযাজক ১৮০২ সালে, তার 'ন্যাচারাল থিওলজি' (Natural Theology) নামের একটি বইয়ে:[২]

ধরা যাক জঙ্গলে চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরি হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরি করেছিল?

পিলের এই যুক্তি-পদ্ধতি দর্শন শাস্ত্রে পরিচিত হয়েছে 'নক্সা থেকে যুক্তি' বা Argument from Design পদ্ধতি নামে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে অনেক কাল ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরির পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব তৈরির পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোনও 'কারিগরের' হাত থাকতেই হবে; এই ধারণাটি এক সময়ে আস্তিকদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। এখনও বেশ কিছু বাংলাদেশের ফোরামে এই যুক্তিটি ঈশ্বর বিশ্বাসের সপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত দু'টি ওয়েব সাইটে[৩] 'God's Existence' নামে একটি প্রবন্ধ রাখা আছে যার মূল সুরটিই হচ্ছে উইলিয়াম পিলের 'ঘড়ির কারিগরের যুক্তির' মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা। তবে যারা 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের চর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের কাছে কিন্তু পিলের যুক্তির দুর্বলতাগুলো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স (Richard Dawkins) তার বিখ্যাত The Blind Watchmaker বইয়ে এর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[৪] পাঠকদের জন্য এর কিছু তুলে ধরা হলো—

১. ঘড়ির কারিগরের পিতা

ঘড়ির যেমন কারিগর থাকে, তেমনি প্রত্যেক কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে মহাবিশ্বের কারিগররূপী ঈশ্বরের পিতাটি কে? এই প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। আর সেই পিতার পিতাই বা কে ছিলেন, আর তার পিতা? এমনভাবে প্রশ্নের অব্যাহত ধারা চলতেই থাকবে। এই প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেবে অন্তহীন অনন্তের দিকে। বিশ্বাসীরা সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর স্বয়ম্ভু। তার কোনও পিতা নেই, তার উদ্ভবের কোনও কারণও নেই। তিনি অনাদি-অসীম। এখন এটি শুনলে নিরীশ্বরবাদী বা যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, 'ঈশ্বর যে স্বয়ম্ভু তা আপনি জানলেন কীভাবে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভু বলে ভাবা হচ্ছে, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই ঘটেছে— ভাবতে অসুবিধা কোথায়? দার্শনিক হিউম আর বার্ট্রান্ড রাসেল অনেক আগেই পিলের এই 'শুভঙ্করের ফাঁকিটি' ধরতে পেরেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের ক্ষুর' (Occam's Razor) নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে, যার নিরিখে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটিকে সহজেই সমালোচনা করা যেতে পারে।

২. ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, আর নৌকা বানায় নৌকার কারিগর—

আমি প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত ঘটনাতে ফিরে যাই। বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি নৌকা দেখে উক্ত ভদ্রলোকের নৌকাটির পিছনে কারিগর থাকার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু একটি নৌকা দেখে কি কারও মনে হতে পারে যে, একজন ঘড়ির কারিগর নৌকাটি বানিয়েছে? কখনই না। আমাদের স্বভাবতই মনে আসে নৌকার কারিগরের কথা। তেমনিভাবে আমাদের সমাজে আমরা দেখি-জুতা বানায় জুতার কারিগর-অর্থাৎ মুচি, ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, সোনার কাজ করে সোনার কারিগর (স্বর্ণকার)। একই কারিগর তো সবকিছু বানাচ্ছে না।[৫] একই যুক্তিতে তাহলে আমাদের সৃষ্ট জীবনের জন্য